রূপালি ডানার মিগ ও দুই সিংহ হৃদয় বীরের অজানা কাহিনী! (প্রথম পর্ব)

ভোরের কবিতাঃ ভোর বেলা হটাৎ করেই অকাশে জংগী বিমানের গর্জন শুনে বাসার সবার সাথে দৌড়ে ছাদে গেলাম। দেখি আশেপাশের সব বাসার ছাদ থেকে সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে! পিছনের বাসার (৩২৮) তিনতালার ছাদে দেখলাম সেলিম ভাই (৬০ দশকের ত্যাগী ছাত্র নেতা ও মোস্তফা মহসীন মন্টু'র বড় ভাই)। তার পাশের বাসার (৩২৯) বারান্দায় দেখলাম বন্ধু মামুনের (বি ডি আর এ নিহত আমার বন্ধু কর্নেল এলাহি) আম্মাকে, সংগে মামুনের ছোট ভাই-বোন। ৭৫ এর বেশ কিছুদিন পরে মামুনদের এই বাসা ভাড়া নেন, ৩ রা নভেম্বরের প্রকৃত নায়ক, কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম।

আমাদের দুই বাসা সামনে, পাশের রাজ কনফেকশনারীর গলিতে এক বিধবা ভদ্রমহিলা থাকতেন। তিনি সেই সময় একটি সাদা টয়োটা চালাতেন, এই জন্যই আমরা উনাকে চিনতাম! উনাকেও ছাদের উপর দেখলাম। এলিফেন্ট রোডের স্থানীয় বন্ধুরা বলত, উনার ছেলেকে পাকিস্তান আর্মীরা ৭১ সালে,একরাত্রে এসে সারা মহল্লা ঘেরাও করে ধরে নিয়ে যায়, আর স্বাধীনতার কয়েকদিন পরেই উনার হাজব্যান্ড মারা যান। অনেক বছর পরে উনার নাম জেনেছিলাম। উনি হলেন শহীদ জননী, শ্রদ্ধেয়া জাহানারা ইমাম।

সবার সাথে আমিও দেখলাম, নভেম্বরের নীল আকাশে একটি রূপালী মিগ ২১ আক্রমনাত্তক ভঙ্গিতে সোজা উপর থেকে নীচে ডাইভ দিচ্ছে। আমাদের ৩৩৯ এলিফেন্ট রোড'এর বাসার ছাঁদ থেকে মনে হচ্ছিলো সোহরোয়ার্দী উদ্যান বা বঙ্গভবনের দিকেই মিগের লক্ষ্য। নভেম্বরের সেই সকালে রূপালী মিগ ২১ এর ডানায় যখন সূর্যের আলো ঠিকরে পরছিল আর তখন মনে হচ্ছিল, সেই আলো, হতাশায় নিমজ্জিত আসহায় জাতিকে পথের সন্ধান দেখাচ্ছে!

আরো মনে হচ্ছিলো জীবননান্দ দাশের কবিতার 'সোনালি ডানার চিল' এর মত, 'রূপালি ডানার মিগ' ঢাকার মেঘমুক্ত নীল আকাশে রচনা করে চলেছে প্রতিরোধের এক অমর কবিতা। একটু পরেই আমরা দ্বিতীয় মিগ'টিকেও দেখতে পাই। তার কিছুক্ষন পরে আকাশে হেলিকপ্টারও দেখা যায়। **৩রা নভেম্বরের এই মিগ ২১ এর গর্জনই ছিল ১৫ আগষ্টের খুনী'দের বিরূদ্ধে রাজধানী ঢাকা শহরে প্রথম সরব প্রতিরোধ। যার নায়ক ছিলেন আসম সাহসী এক নিস্বার্থ মুক্তিযোদ্ধা, যার নাম স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান।**

ঢাকার আকাশে মিগ'এর একচ্ছত্র আধিপত্য আমরা প্রথম দেখতে পাই প্রায় ৪ বছর আগে। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে। সেই সময়ে আমরা সায়েন্স ল্যাবরেটরী কোয়ার্টার'এ থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে, পরের কয়েকদিন ঢাকার আকাশে প্রায়ই দেখা যেত মিত্র বাহিনী'র মিগ ২১ বনাম পাকি স্যাবর জেট এর 'ডগ ফাইট'। কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাক'র আকাশ'এ প্রতিষ্ঠিত হয় মিগ ২১ এর একচ্ছত্র আধিপত্য। মিগ এর গর্জন সেই সময়ে বয়ে নিয়ে আসতো বিজয়ের বার্তা। প্রতিবার মিগের আগমনের সাথে সাথে আমরা বুঝতাম যে আমাদের স্বাধীনতা আরও এক ধাপ এগিয়ে এসেছে।

তখন আমার 'ডগ ফাইট' দেখার সংগী ছিল, আমার শৈশবের বন্ধু এহসান। এহসান'রা আমাদের উপর তলায় থাকার কারনে, মিগ'এর আওয়াজ় শুনলেই আমি দৌড়ে যেতাম উপরতলায়, এহসান'দের বাসায়। এই এহসান'দের বাসায়ই, ৬৯-৭০ সালে আমি প্রথম, বিরাট গোফের অধিকারী, ওর এক চাচাকে দেখি। সিলেটি এহসানের ভাষায়, তিনি ছিলেন, ওর 'মুচওয়ালা চাচা'। এহসান'এর বাবার চাচাতো ভাই প্রাক্তন আর্মী অফিসার, ওর এই চাচা, সেই সময় প্রায়ই ওদের বাসায় বেড়াতে আসতেন । প্রচুর অবসর সময়ের অধিকারী, এহসানের ওই 'মুচওয়ালা চাচা' ৭০এর নির্বাচনে আওয়ামি লীগের টিকেটে এম, এন, এ নির্বাচিত হন।

এহসানের এই ‘ মুচওয়ালা চাচা’ই হলেন ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী’র সর্বাধিনায়ক, জেনারেল ওসমানী। আর আমার শৈশবের বন্ধু এহসান, মিগ ২৯ এর সুদক্ষ পাইলট, এখন বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স’এর, এয়ার কমোডর এহসান!

স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকতঃ বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এই অকুতোভয় জংগী বিমান চালক, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ৭১ এ তরুন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খান, ডিসেম্বরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না। তিনিই ছিলেন একমাত্র জংগী বিমান চালক যিনি ৭১ সালে ইনফ্যান্ট্রি অফিসার হিসাবে যুদ্ধ করেন এবং সিলেট রনাংগনে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার যুদ্ধে যোগ দেন।

৩ রা নভেম্বর এর বর্ননায়, প্রতক্ষ্যদর্শী ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষায়, “কিছুক্ষন পর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত বিমান বাহিনী উপ প্রধান এয়ার কমোডর খাদেমুল বাশারকে নিয়ে উপস্থিত হন। লিয়াকত তাকে তার অনিচ্ছাতেই ধরে নিয়ে আসেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিমান বাহিনীর ফাইটার দিয়ে বংগভবনের উপরে এবং ট্যাংকগুলোকে সতর্ক করা হবে এবং মনোস্তাত্বিক ও স্নায়বীক চাপ সৃষ্টি করা হবে। স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত এর নেতৃত্বে মিগ বিমান দূটি বঙ্গভবনের উপর লোফ্লাই করে চক্কর দিতে লাগল”।

৩ রা নভেম্বর রাত্রে, ১৫ আগাষ্টের খুনীরা যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়, তার পিছনে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের সাথে বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান’এর স্বেচ্ছাপ্রনদিত সাহসী ভূমিকাও ছিল অতি গুরুত্বপূর্ন। এইজন্য দেশের এই অজানা বীরকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য।

কাকতালীয়! আমার লেখায় প্রায়ই ১৯৭১ চলে আসে, এবারও এসেছে এক মর্মস্পর্শী মিলের কারনে। ১৯৭১ সালে যখন পরাজয় নিশ্চিত, ঢাকার আকাশে মিগ’এর একচ্ছত্র আধিপত্য, তখন হানাদার পাক বাহিনীর এদেশীয় দোসর’রা দিল মরন কামড়। পরাজয়’এর পূর্ব মূহুর্তে তারা হত্যা করেছিল এদেশের সূর্যসন্তান বুদ্ধদজীবিদের। ঠিক তার প্রায় চার বছর পর, আবার ঢাকার আকাশে আবার যখন মিগ’এর একচ্ছত্র আধিপত্য, পরাজয়ের পূর্ব মূহুর্তে পাক বাহিনীর এদেশীয় দোসর’রা জেলখানার ভিতরে নির্মম ভাবে হত্যা করল চার জাতীয় নেতাকে!

পরবর্তীতে ৭ নভেম্বর ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ নামক কর্নেল তাহের’এর হঠকারী রাজনৈতিক পরীক্ষা’র ফলে, ৩রা নভেম্বরের মহান উদ্যোগ ব্যার্থ হয়ে গেলে, পরবর্তী সরকারের সামরিক আদালত, এই মহান দেশপ্রেমিক’কে মৃত্যূদন্ড প্রদান করে। পরে সামরিক বাহিনী’র আভ্যন্তরীন চাপের কারনে মৃত্যূদন্ড বাতিল করে, কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আর প্রায় একই সময়ে ১৫ আগষ্ট ও জেলহত্যার খুনী’দের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়! সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!!!

তারপর অনেক বছর পার হয়ে গ্যাছে। ১৯৯৬ সাল, টি এস, সি চত্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের উপর স্মৃতিচারন অনুষ্ঠান। সেই দিন ছিল ‘মুক্তিযুদ্ধে বিমান সেনাদের অবদান’ শীর্ষক আলোচনা। আমিও যথারীতি হাজির হলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার, বীর উত্তম এর কথা শুনব। ‘আইয়ুব খানের কুমীর শিকার’ ও ‘ইয়াহিয়া খানের কৃষ্ণ সারমেয়’ নামক আমার অতি প্রিয় দুইটি বইয়ের জনপ্রিয় লেখক এই পি আই এ’র প্রাক্তন পাইলট। এই ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার ১৯৭১ সালে কার্গো প্লেন দিয়ে চট্টগ্রাম ও গোদনাইল’এ জ্বালানি তেলের ডিপোতে বোমাবর্ষনের দুঃসাহসী অভিযানের নায়ক ছিলেন!

স্মৃতিচারনের এক পর্যায়ে পরবর্তী বক্তার নাম ঘোষনা করা হলো। তিনি আর কেউ নন, **আমার প্রিয় কবি, ৩ রা নভেম্বর ৭৫ এ, ঢাকার আকাশে অমর কাব্য রচয়িতা', স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত।**

তিনি বললেন তার ৭১ এর স্মৃতি। বললেন ৭০ এর নির্বাচনের পর কি ভাবে তার পাকিস্তানী সহকর্মীরা সব সময় বাঙ্গালীদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতো। একদিন যখন তারা গালাগালের একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু'কে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করলো, তখন তিনি একাই তাদের সাথে মারামারি শুরু করে দিলেন। সবাই মিলে তাকে মেরে হাস্পাতালে পাঠায় এবং ডিসিপ্লিনারী কমিটির মিটিং'এ তার শাস্তি'ও হয়। পরের মাসে আবার একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি হয়!

ততকালীন ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত ও বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমান, একই সাথে 'বিমান নিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করার' পরিকল্পনা করেন। বিমান নিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করার' সময় বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান শহীদ হলে তিনি একাই পাকিস্তান ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এই প্রতিবাদী দেশপ্রেমিক বিমান চালক কখনোই মূখ বুজে অন্যায় সহ্য করেন নাই। ৭০, ৭১ ও ৭৫'এ তা তিনি বার বার জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রমান করে গ্যাছেন।

আনুষ্ঠানের শেষে কথা প্রসঙ্গে আমি জানতে চাইলাম, 'কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধা, ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ যে প্রমোশন বা সুবিধা দাবী করে' এই ব্যাপারে উনার অভিমত।

আমার দিকে কিচ্ছুক্ষন তাকিয়ে উনি বললেন, "মনে করুন আমাদের দেশটাকে একটি ঘরের সাথে তূলনা করি এবং জাতি'কে মা'র সাথে। ধরুন ঘরে আগূন লেগেছে এবং মা' নিশ্চিত মৃত্যূর সম্মুখীন। মা'র অনেক ছেলে মেয়ে আছে। কয়েকজন জীবনের ঝুকি নিয়ে মা'কে নিশ্চিত মৃত্যূর হাত থেকে বাচালো। আমি মনে করি, তারা শুধুমাত্র তাদের দ্বায়িত্ব পালন করেছে। তারা নিশ্চয়ই কোন প্রতিদানের আশায় তা করেনি। যারা প্রতিদান চায় বা পুরস্কার আশা করে তারা তো ছোট মনের অধিকারী। আর যারা গা বাচালো তারা তো কুলাঙ্গার"।

স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত, আপনি আপনার বর্তমান'কে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের ডাকে বার বার জীবনের ঝুকি নিয়েছেন। আপনার মত অজানা বীরদের জন্যই আমরা আজ স্বাধীন, আই স্যালূট ইউ। । পাঠক দোয়া করবেন, যেন বাংলাদেশে স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত'এর মত আরো অনেক নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক বীরের জন্ম হয়।(চলবে)

* স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য খেতাব পান, সম্ভবত বীর বিক্রম।

তথ্য সূত্রঃ
১। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
২। ৭৫ এর তিনটি অভূথ্যানঃ লে কর্নেল আব্দুল হামিদ
৩। বাংলাদেশ, দ্য আন ফিনিশড রেভূলশন, লরেন্স লিফস্যূলজ
৪। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর, মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহীম
৫। মাইনর টাইগার্স ও স্বাধীনতা যুদ্ধ, লেঃ কর্নেল মোঃ তৌফিক-ই-ইলাহী
৬। জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন, লেঃ কর্নেল এস আই নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম
৭৫ এ প্রতক্ষ্যদর্শী, লেখক

নাজমুল আহসান শেখ, ১ নভেম্বর, ২০১০, সিডনী, Victory1971@gmail.com